অধ্যায়

২

শ্রমিকের সামাজিক সুরক্ষা

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় দেশের বিভিন্ন খাতের শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা করছে:

কেন্দ্রীয় তহবিলের মাধ্যমে সম্পাদিত কার্যক্রম

শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক ও তাদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে কেন্দ্রীয় তহবিল গঠিত হয়েছে। এ তহবিল থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরে কারখানায় কর্মরত থাকাকালীন দুর্ঘটনা ও স্বাভাবিক মৃত্যুজনিত কারণে ১,৬৯৬ জন মৃত শ্রমিকের পরিবারকে ৩৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা, ৫,৩০৬ জন অসুস্থ শ্রমিককে চিকিৎসা সহায়তা বাবদ ১৫ কোটি ৮৬ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা এবং ১,৪৬৭ জন শ্রমিকের মেধাবী সন্তানকে শিক্ষাবৃত্তি হিসেবে ২ কোটি ৯৩ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা আর্থিক সহয়তা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় তহবিল হতে বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের বকেয়া বেতন-ভাতাদি পরিশোধ বাবদ ১০টি কারখানার শ্রমিকদের ২ কোটি ৪২ লক্ষ ৩০ হাজার ৯৭২ টাকা প্রদান এবং অগ্নিদূর্ঘটনার জন্য ১টি প্রতিষ্ঠানের ১৩জন শ্রমিকে মোট ৩ কোট ২৫ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সম্পাদিত কার্যক্রম

প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শ্রমিকদের কল্যাণ ও সুরক্ষার জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ তহবিল হতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কর্মরত ৭,৭১২ জন শ্রমিককে চিকিৎসা সহায়তা বাবদ ৪২ কোটি ১৯ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা, কর্মরত অবস্থায় মৃত ১৭৭ জন শ্রমিকের পরিবারকে ১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা এবং শ্রমিক সন্তানের শিক্ষা সহায়তা বাবদ ২৬১ জনকে ১ কোটি ১০ লক্ষ ৫ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। মোট ৮,১৫০ জনকে ৪৪ কোটি ৮৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। দেশের গরিব/দুঃস্থ শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারের কল্যাণ সাধনে এ তহবিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

শ্রমিকের আর্থিক সুরক্ষা

রপ্তানীমুখী শিল্পের কর্মহীন হয়ে পড়া ও দুঃস্থ শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০২০ (সংশোধিত ২০২২) প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালার আওতায় বিভিন্ন কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে যারা কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে সাময়িক বা দীর্ঘ মেয়াদি কর্মহীনতার মুখে পড়েছেন অথবা অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে দুঃস্থ হয়ে পড়েছেন, তাদেরকে সাময়িক আর্থিক সুরক্ষা

প্রদানের লক্ষ্যে প্রত্যেক শ্রমিককে মাসিক ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা করে এ পর্যন্ত কর্মহীন ৯,৯৬৫ জন শ্রমিককে সর্বমোট ৯ কোটি টাকা প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে। সুবিধাভোগীদের মধ্যে মহিলা সুবিধাভোগীদের হার প্রায় ৬০%। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১১৮ জন শ্রমিককে প্রায় ১১ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

নারী শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়ন

নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি ও মাতৃত্ব-সুরক্ষাকল্পে এবং শিশুর শৈশব রঙিন ও সম্ভাবনাময় করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে ৬৪৩০টি ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে এবং এ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। নারী শ্রমিকদের কর্মস্থলের কাছাকাছি তাদের নিরাপদ আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নারায়ণগঞ্জ বন্দর ও চট্টগ্রামের কালুরঘাটে প্রায় ১৫৩০ জন শ্রমজীবী মহিলার আবাসন ব্যবস্থায় বহুতল হোস্টেল এবং ০৫ শয্যার হাসপাতাল সুবিধাসহ শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে অভিযোগ কমিটি গঠনের বিধান করা হয়েছে। যা নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্র তৈরীতে সহায়ক ভুমিকা পালন করবে এবং নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্র দক্ষ নারী শ্রমিক তৈরীর অন্যতম নিয়ামক।নারী শ্রমিকদের মাতৃত্ব সুরক্ষাকল্পে ১১২দিন তথা ৪ মাসের মজুরীসহ ছুটি ও মাতৃত্বকালীন সুবিধা শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং নারী শ্রমিক মাতৃত্বকালীন ছুটিতে যাওয়ার পূর্ববর্তী ৩ মাসের বেতনের ওপর ভিত্তি করে তার মাতৃত্বকালীন সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে।

ইআইএস (EIS) পাইলট প্রকল্প

কর্মক্ষেত্রে যদি কোনো শ্রমিক দুর্ঘটনাজনিত কারণে স্থায়ীভাবে কর্মক্ষমতা হারান অথবা কোনো শ্রমিকের অনাকাংখিত মৃত্যু ঘটে সে সকল ক্ষেত্রে আহত শ্রমিক বা নিহত শ্রমিকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের লক্ষ্যে ইআইএস পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যা শ্রমিকের আর্থিক নিরাপত্তাহীনতা লাঘব করতে সহায়তা করবে। তাই শতভাগ রপ্তানিমুখী পোশাক খাতের শ্রমিকদের আঘাতজনিত অক্ষমতা ও মৃত্যুর ক্ষেত্রে অক্ষম শ্রমিক ও মৃত শ্রমিকদের পরিবারকে সহয়তা প্রদানের জন্য পোশাক খাতের ব্র্যান্ড মালিকদের আর্থিক অনুদানে সংশ্লিষ্ট মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের সাথে বাংলাদেশ সরকার যৌথভাবে ইআইএস পাইলট প্রতিষ্ঠা করেছে।

২০২২ সালের ২১ জুন ইআইএস পাইলট প্রকল্পটি যাত্রা শুরু করে। বাংলাদেশের শতভাগ রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্প কারখানায় কর্মরত আনুমানিক ৪০ লক্ষ পোশাক শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে যারা কর্মক্ষেত্রে আনাকাঙ্ক্ষি দুর্ঘটনার শিকার হয়ে স্থায়ীভাবে অক্ষম হন বা মৃত্যুবরণ করেন তারা এই সুবিধার আওতায় থাকবেন। প্রসঙ্গগত 'ইআইএস পাইলট' একটি পাইলট প্রকল্প এবং প্রাথমিকভাবে এ প্রকল্পের মেয়াদ হলো যাত্রা শুরু থেকে তিন বছর। এর মেয়াদ পরবর্তী দুই বছর পর্যন্ত আরো বৃদ্ধি পেতে পারে।